International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 43-49
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

সাহিত্যে মহামারী এবং বর্তমানের কান্না

সৌরভ দালাল
সহকারী শিক্ষক, ভোটপট্টী, এইচ বি এল হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

In the history of time, pandemics have come before us in different forms. The example of which has been expressed by various writers in their creativity. We are still moving forward through this critical time, which has affected all levels of society. The literature that teaches us to forget our sorrows and give us joy is now stagnant. People are now jobless, directionless and suffering from various mental stresses. Tired people are not able to give birth to new ones. In this article, I will try to present the pandemic picture of the past Bengali literature as well as the position of the present literature through tears.

Keywords: Coronavirus, Pandemic, Swadeshi Movement, Homeless, Bengali Literature

প্রেক্ষাপট: "ক্ষুদার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি" কথাটি যেমন শুনতে বা বলতে আমাদের সহজ লাগে ঠিক ততটাই কঠিন যদি এর অর্থ আমরা অনুধাবন করি।২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্বের সামনে উঠে আসে এক নতুন ধরনের যুদ্ধ। যাকে অনেকে 'নব্য ঠান্ডা যুদ্ধ' নাম দিয়েছেন।এই যুদ্ধঘন পরিস্থিতিতে মানুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ওহতে হতে বর্তমানে যুদ্ধের ময়দানে বুক চিতিয়ে লড়াই করছে।'মরার উপর খাড়ার ঘা' হিসাবে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির অভিশাপ।যার দরুন পৃথিবীর গতিময় জীবন থমকে গেছে উত্তর আধুনিকতার যুগে।অতীতে বিভিন্ন লেখনিতে এর চিত্র অনুষঙ্গ হিসাবে উঠে এলেও প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসাবে উঠেনি, তবে বর্তমানে মানব কল্যানে ও জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার আশা নিয়ে উঠবে।

ইতিহাসের দর্শন: এ সম্পর্কে প্রথমে রাখা যায় বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের কথা, যেখানে সরাসরি মড়ক-মহামারীর কথা উল্লেখ নেই। তবে বৌদ্ধ ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সাধন সঙ্গীত হিসেবে রচিত চর্যাপদে রূপকের আশ্রয়ে সমকালীন দরিদ্র বাঙালির নিত্যদিনের অভাব, ক্ষুধা, দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি-বেদনা-পীড়িত জীবনের করুণ চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। এরপর আসি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে, তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে হরিমোহিনীর বয়ানে পাই, "কলেরা হইয়া চারি দিনের ব্যবধানে আমার ছেলে ও স্বামী মারা গেলেন।" 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে প্লেগের চিকিৎসা করতে গিয়ে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় জ্যাঠামশাইয়ের।তাঁর 'দুর্বুদ্ধি' এবং 'দিদি' গল্পে এক বালিকা ও এক নারী কলেরায় মারা যায়, দুজনের নামই শশী। 'মাল্যদান' গল্পে কুড়ানিকে খোঁজার প্রসঙ্গে আছে, "সেবারে প্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল"। 'হৈমন্তি', 'ভাই ফোঁটা' গল্পের পাশাপাশি 'অভিসার', 'পুরাতন ভৃত্য', 'এবার ফেরার মরে' কবিতায় উঠে এসেছে নানান ছবি।রবীন্দ্রনাথ তার 'স্বদেশী সমাজ' পর্বের বিভিন্ন প্রবন্ধে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি চেয়ে আলোচনা করেছেন নানা প্রসঙ্গ ক্রমে। রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পয়ঃনিস্কাষন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধু সরকারবাহাদুর বা বিত্তবান শ্রেণীর ওপরে নির্ভর না

করে জনগণ নিজেরাই এগিয়ে আসুক-অর্থাৎ এক ধরনের 'পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট' ঘটুক, এটা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে অতুল সেনকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি পল্লী-উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকিকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন:'পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষি প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে। নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, এই আমার অভিপ্রায়।...[তবে] গ্রামে ওলাওঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে- আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহার খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে।' এ ধরনের জন-প্রচেষ্টার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। গান্ধীর স্বরাজ আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ আন্দোলন থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল- এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। গান্ধী এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'My Swaraj movement is the natural child of your Swadeshi movement." আজকে এই করোনাকালের দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের 'নিজস্ব স্বাধীন উদ্যোগকে' তাই গুরুত্ব দেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। দল-মত নির্বিশেষে স্থানীয় পর্যায়ে জরুরী ত্রাণ ও স্বাস্থ্য কমিটি এবং নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু সরকারী দল, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং কর্পোরেট প্রাইভেট সেক্টরের ওপরে নির্ভর করে করোনা পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।

অপরাজেয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাসে মড়ক-মহামারীর কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। পুরো উপন্যাস জুড়েই মহামারী, মারী বা জনস্বাস্থ্য নিয়ে দুর্বিপাকের কথা ছড়িয়ে আছে। এছাড়া পন্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, পথের দাবী , দেনা পাওনা, শেষ প্রশ্ন উপন্যাসে এবং লালু গল্পে নানাভাবে এই মহামারীর কথা দেখা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে কলেরা মহামারীর প্রসঙ্গ পাই। উপন্যাসের নায়ক শিবনাথকে কলেরা আক্রান্তের সেবা করতে গিয়ে নানান বিরুদ্ধতার শিকার হতে হয়েছে। তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসে কলেরার বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে। নায়ক দেবনাথ যুবক সঙ্গীদের নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিল গ্রামে ছড়িয়ে-পড়া কলেরা রুখতে। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে দেখা যায় যে, শিক্ষিত ছেলেরা বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা করে কলেরায় মৃত্যু আটকাতে চাইছে। কুয়ো খুঁড়তে কোদাল ঘাড়ে নিয়েছে। তাদের নাম হয়েছে 'কোদালি ব্রিগেড। এছাড়া তাঁর 'বোবা কান্না' ছোট গল্পেও তিনি এসম্পর্কে নানান ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।
বিভুতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় এর আরন্যক, অশনি শংকেত, আরগ্য নিকেতন, হীরা মানিক জ্বলে, এবং পেয়ালা গল্পেও এর ছবি ধরা পড়ে।নিম্নবর্গের সমাজে মহামারির প্রকোপ সাংঘাতিক। এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসেও মহামারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আরোগ্য'-তে ললনার মুখে শোনা যায়, "কলেরা বসন্ত লেগেছে খুব । রক্ষাকালীর পূজো হবে, চাঁদা চেয়ে নিল। রোগ ব্যারামের এমন ছড়াছড়ি বোধ হয় জগতে কোথাও নেই। এবার যেন কাটতেই চায় না অসুস্থ অবস্থাটা" ।'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র নায়ক শশী নিজেই ডাক্তার। লেখক জানাচ্ছেন, "ভ্যাপসা গুমোট, শুষ্ক ডোবা-পুকুর-ভরা গ্রামের রুক্ষ মূর্তি আর কলেরা রোগীর কদর্য সান্নিধ্য, এই সমস্ত পীড়নের মধ্যে কুসুমের খাপছাড়া হাসিটুকু ভিন্ন মনে করিবার মতো আর কিছু শশী খুঁজিয়া পায় নাই" ।

বাংলা ছোটগল্পেও মড়ক-মহামারীর প্রসঙ্গ এসছে নানা প্রেক্ষিতে। সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পের শুরুতেই মড়কের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে- "গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়।"নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে গল্প 'পুষ্করা'-তেও বাংলার মন্বন্তর পরবর্তী মড়ক থেকে উদ্ধার পাবার চিত্র প্রতিফলিত।জগদীশ গুপ্তর 'পয়োমুখম' গল্পে ভূতনাথ নিজের স্ত্রীদের হত্যার পিছনে তার অর্থলিপ্সু কবিরাজ বাবার দুষ্কর্ম ধরে ফেলে শেষ পর্যন্ত। শেষতম বউ বেঁচে যায়। ভূতনাথ বলে, "এ বৌটার পরমায়ু আছে তাই কলেরায় মরল না, বাবা! পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন"।শিব্রাম চক্রবর্তীর 'দেবতার জন্ম' গল্পের কথক যে-পাথরে হোঁচট খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল বসন্ত রোগ থেকে বাঁচতে সেই পাথরেই মাথা

নোয়ায়। এই সময়ের সঙ্গেও বেশ মিল পাওয়া যায় না কি? সুকুমার রায়ও তাঁর 'পেটুক'-এ লিখেছেন, "চারদিকে যে রকম প্লেগ আর ব্যারাম এই পাড়াসুদ্ধ ইঁদুর না মারলে আর রক্ষা নেই।"

বাংলা কবিতাতেও বাদ যায়নি মড়ক-মহামারী প্রসঙ্গ। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তো বহু আগেই তাঁর 'বোধন' কবিতায় বলে গেছেন- 'মারী ও মড়ক মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার/ আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন/ ভাঙা নৌকার পাল/ এখানে দারুণ দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের কাল'-এর কথা।কবি জীবনান্দ দাশের 'আট বছর আগে একদিন' কবিতায় -" এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!/ রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি" উপমায় প্লেগের বর্ণনা এবং সুচেতনা পল্লীকবি জসীমুদ্দীনের 'আসমানী' কবিতায় পাই- 'ম্যালেরিয়ার মশক সেথা বিষ গুলিছে জলে।'সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর স্বাগত, বর্ষশেষ, এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ।

এছাড়াও আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', বেগম রোকেয়ার 'সুলতনার স্বপ্ন', জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এর ভারতবর্ষ, হিন্দি কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর নীরালা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর চিরকুট, পদাতিক, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় এর কালোজল, ফনীশ্বরনাথ রেনুর লেখা ময়লা আঁচল, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নবম পর্ব, সমীর রক্ষিত এর স্বপ্নের স্বাধীনতা, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় এর ' জঙ্গম, অনুপ ভট্টাচার্যের 'প্রিয়ভূমি' এই মহামারীর বিভৎস রুপ ফুটে উঠেছে।

বর্তমানের কান্না:

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন,
মানুষ তবুও ঋনী পৃথিবীরই কাছে"

জীবনানন্দ দাশের 'সুচেতনা' কবিতার পাশাপাশি বিজন ভট্টাচার্যে 'নবান্ন' নাটকের যে কথাটি আজ বাস্তব তা হল – 'ঘরে ফিরে যা রমযান, তোরা সব ঘরে ফিরে যা,আমার যে মরচে পড়া লাঙল কখান আবার শক্ত করে চেপে ধর মাটিতে শক্ত করে চেপে ধরবি, সোনা বন্দায়, সোনা ফলবে সোনা ফলবে ফিরে যা ফিরে যা" কারন প্রকৃতির নির্মম রুপের কাছে মানুষ আজ অসহায়।দলে দলে মানুষ নিজ ভূমিতে ফিরে আসছে ভদ্র বাবুদের দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা নিয়ে। শুধু তাই নয় আমিও গত ২৩ মার্চ প্রায় ১৮ কিমি পায়ে হেঁটেছি এনাদের সাথেই, তাই সহজেই অনুভব করতে পারি দুঃখ, যন্ত্রনা।যাঁরা একটু প্রানে বেঁচে থাকার আশা নিয়ে মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে চলেছে।

"হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দ ভালমন্দ তালে তালে
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে..." (শ্রাবণগাথা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের জীবনের অভিশাপ স্বরুপ এই মহামারী কেড়ে নিয়েছে বাসস্থান, কেড়ে নিয়েছে মুখের অন্ন।কাজ হারিয়ে অসংখ্য মানুষ পেটের টানে অর্থ না থাকা অবস্থায় কেউবা খালি পায়ে কেউবা ছেঁড়া জুতো , কেউবা সাইকেলে নিজের নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।শুধু কী এখানেই শেষ? ঘুমন্ত শিশুকে সুটকেসের উপর শুয়ে রেখে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে তার মা।কেউবা অন্তঃসত্তা মহিলাকে বাঁকে করে কিংবা বাক্সের উপর বসিয়ে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন দিনের পর দিন।আর দরিদ্র বাবা মা তার সন্তানদের নিজের কাঁধে, কোলে, মাথায় চাপিয়ে পথ অতিক্রম করছেন এবং কষ্টে কান্নায় ফেটে পড়া শিশুদের যেন বলছেন 'ভোলে বাবা পাড় করে গা' এবং 'এই দেখা যায় বাবার বাড়ি'।আর বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক, যাদের ভিক্ষা বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবার কারনে নিজের দুটি হাতকে হাতিয়ার করে ছোট্ট চাকা লাগানো গাড়িতে সংক্রমন ভূলে ,ক্ষিদের জ্বালা ভূলে দিশাহিন পথে দৌড়ানোর ছবিও আমরা দেখতে পেয়েছি।

....শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্ঠকিষ্ট
প্রান রেখে দেয় বাঁচাইয়া
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের অংশ

দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দির্ঘশ্বাসে মরে সে নিরবে” (এবার ফিরাও মরে – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
তেলেঙ্গানায় লঙ্কা খেতে কাজ করা ১২ বছরের জামলা মাকদম কয়েকশো কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ছত্তিশগড়ে তার বাড়ি থেকে ১৪ কিমি দূরে প্রান হারায়।ছয় জনের পরিবারে একজন উপার্জনকারী বিহারের ৩৫ বছরের ছবু মন্ডল গুরুগাঁওয়ে রঙের কাজ করতেন।অনাহারের দোর গড়ায় থাকা পরিবারের কষ্ট সহ্য করতে না পেড়ে আড়াই হাজার টাকায় নিজের মোবাইল বিক্রি করে, এই অর্থ স্ত্রীর হাতে দিয়ে নিরবে আত্মহত্যা করে।দেখতে পাওয়া যায় দিল্লিতে ভবঘুরেদের অবস্থা, যাদের সাময়িক ছাউনিতে স্থান না পেয়ে খোলা আকাশের নিচে থাকার ছবি।পেটে খাবার নেই, শিশুদের জন্য দুধ নেই, পানীয় জলের আভাব- যার দরুন বিদ্রহ, আর ফলস্বরুপ পেল পুলিশের প্রবল বিক্রমে লাঠির আঘাত।

“যে শিশু ভূমিষ্ট হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম:
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত
উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
কী এক দুর্বোধ্য পতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বোঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার” (ছাড়পত্র – সুকান্ত ভট্টাচার্য)

মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে মধ্যপ্রদেশের ছাতনা গ্রামের উদ্দেশ্যে পথ চলা এক ভরা মাসের অন্তঃসত্ত্বা, দির্ঘপথ চলতে চলতে যন্ত্রনায় কাথরাতে থাকেন।প্রসব বেদনার মাঝেই রাস্তার পাশে জন্ম দেন এক ফুটফুটে সন্তানের।তারপর সাকুল্যে ২ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে সন্তানকে বুকে করে পথ চলা শুরু করেন।ক্লান্ত পায়ে, শ্রান্ত দেহে ১৫০ কিমি হেঁটে শরীর এলিয়ে দেন।প্রায় একই ঘটনার সাক্ষি আর এক মায়ের।তেলেঙ্গনার সাঙ্গারেড্ডি থেকে এক অন্তঃসত্ত্বা খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করেন, লক্ষ ছত্রিসগড়ের রাজনন্দ গ্রাম।কিন্তু মাঝরাস্তাতেই সন্তানের জন্ম দেন। এই মহামারী সংকটময় সময়ে কত মা কত সন্তানে জন্ম দিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকের নামে।কিন্তু প্রশ্ন হল এই মায়েদের, সন্তানদের অবস্থা কেমন তা হয়ত অজনা।

এরকমই ৪০ বছরের উত্তর প্রদেশের মোহন ,ওড়িশার ৫৬ বছরের ধুরি চরন মোহান্তি বাড়ি ফেরার পথে পায়ে হাটার কষ্ট এবং অভুক্ত থাকার কারনে তাদের মৃত্যু বরন করতে হয়েছে।এর পাশাপাশি কর্মি স্পেশাল ট্রেনে পেটের যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে বিনা চিকিৎসায় প্রান হারায় খাতিব শেখ ।শুধু কী তাই? একটু বিশ্রামের আশায় রেল লাইনে ঘুমতে থাকলে তাদের প্রান কেড়ে নেয় দুরন্ত এক মাল গাড়ি।বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনা তো আছেই কিন্ত যোগি আদিত্যনাথের রাজ্য সরকার ঘরমুখি শ্রমিকদের জন্তুর ন্যায় রাস্তায় বসিয়ে কিটনাশক স্প্রে কতটা যুক্তিযুক্ত?

Those who helped farmers in growing food are now getting food. Those who constructed home for many are now homeless. Those who constructed roads for faster speed life are now facing no speed in their life. বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে ১৩৬ মিলিয়ন মানুষ কর্মহীন।কৃষকরা পারছে না তাদের দ্রব্য বিক্রি করতে। এ সম্পর্কে গঙ্গাধর নামে এক কৃষক ভাই কর্নাটকের ডোগরাহালিতে কৃষিজ কসল বিক্রি করতে না পারার দরুন ঝনের চাপে আত্মহত্যা করে।আবার বিভিন্ন হসপিটালে না হচ্ছে রুগি ভর্তি না হচ্ছে চিকিৎসা।হসপিটালে ভর্তি নেওয়া তো দূরের কথা প্রাথমীক চিকিৎসা পর্যন্ত পাচ্ছে না, ফলে অনেক সাধারন মানুষ মৃত্যর কোলে ঢোলে পড়ছে।এরকম কত ঘটনা উদাহরন হচ্ছে এই বর্তমান মহামারী।সরকার দায় চাপাচ্ছে হাসপাতালের উপর আর হাসপাতাল সরকারের উপর।

“বেশ্যার বেশ্যা হওয়ার করুন কাহিনি
সভ্য সমাজের মানুষগুলি কেউ শোনেনি
বেশ্যা নিজেকেই শুধায়, ঘরে পঙ্গু বাবা অবিবাহিত আছে বোন
মা তাও অসহায়, তাই অনিচ্ছায় সে রমন
ছোট ভাইটি কাঁদে যে ক্ষুদায়” (বেশ্যা কাহিনি- মুজাম্মেল সুমন)

সামনে আনা হচ্ছে না সেই সকল গনিকাদের যাঁরা আজ করুন নয়নে চৌকাঠে বসে খদ্দেরের অপেক্ষা করছে।আর বৃহন্নলা তাঁরাও আজ বাইরে বেরোতে না পাবার কারনে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে।

প্রথমেই বলেছিলাম ‘মরার উপর খাড়ার ঘা’, যা হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ।ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিন, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত ই মানুষের কান্নার চিত্র ধরা পড়ছে।এই প্রকৃতির অভিশাপ হিসাবে প্রথমেই যার কথা রাখা যায় তা হল পঙ্গপালের আক্রমন।উত্তরের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বাংলার অনেক কৃষকে করেছে সর্বশ্রান্ত।এরই মধ্যে কেঁপে উঠেছে ভুমিকম্পে দিল্লি সহ উত্তর ভারত এর বিভিন্ন অংশ।তার সঙ্গে বাড়তি পাওয়া হিসাবে দক্ষিনে বিশাখাপত্তনমে গ্যাস দুর্ঘটনা, প্রান হারায় অনেকে।অসম এবং গুজরাটেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।পশ্চিমের নিসর্গ থেকে পূর্বের আম্পানের তান্ডব।মানুষকে করেছে পরিজন ছাড়া গৃহহীন।করোনা মহামারীর দরুন কর্মহীন অবস্থায় প্রকৃতির রোসানলে পরা সাধারন মানুষের দুঃখের মুহূর্ত ওদের মতোই অনুভব করতে পারব না যদি না ওনাদের কথা শুনি।নিজে না খেয়ে ক্ষুধার্ত শিশুকে কিছু খাওনার যে চেষ্টা, সত্যিই যন্ত্রনাদায়ক।আবার বিহারের বন্যা, অসমের ভুমিধস তার উপর আবার বর্তমানে অসমের বন্যা,মহারাষ্ট্রের বন্যা, প্রকৃতি যেন আজ নিজ ভঙ্গিমায় একটু একটূ করে তার প্রতিষোধ নিচ্ছে।আর ঈশ্বরের প্রতি হাত জোড় করে মানুষ এখন অসহায় অবস্থায় কাঁদছে।

এই সংকটকালিন সময়ে অনলাইন শিক্ষাও হচ্ছে।কিন্তু ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে যেখানে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না।সেখানে অনলাইন শিক্ষা সোনার পাথর বাটির মত।আর মানুষের মধ্যেও বাড়ছে দুরত্ব, তৈরি হচ্ছে ‘আমরা ওরা’ বিভাজন।এসম্পর্কে রবী ঠাকুরের একটি বক্তব্য বলা যায়, “ ম্যালেরিয়া, প্লেগ, দুর্বিক্ষ, কেবল উপলক্ষ মাত্র, বাহ্য লক্ষ মাত্র, মূল ব্যাধি দেশের মজ্জায় প্রবেশ করেছে” যেটি বর্তমানে খুব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যার ফল ভুগতে হচ্ছে মানুষকে, সাম্প্রদায়িক লড়াই এর উসকানি, দরিদ্রের অন্ন লুঠ সবই মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে।তবে এগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় টুকরো টুকরো ছবি জুড়ে যে বিরাট কোলাজ তৈরি হচ্ছে এটাই বাস্তবের সাহিত্য।

উপসংহার: পরিশেষে যে কথাগুলি উঠে আসে প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই মাঝেও এখন মানুষ উপার্জন করবে? না সাহিত্য পাঠ বা রচনা করবে? যাঁদের পরিবারে প্রান গেল, বিনা চিকিৎসায় মরতে হল, গৃহহীন হতে হল, যাঁরা দুমুঠো অন্ন পর্যন্ত যোগার করতে পারছে না, এই সংকটকালিন পরিস্থিতিতে, তাদের পরিবারের কী অবস্থা? যে সাহিত্য সমাজ দর্পন স্বরুপ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রুপে আমাদের জীবন তথা সমাজের নানান দিক ফুটিয়ে তোলে, সুকমল বৃত্তির প্রকাশ ঘটায়, মরনকালে বাঁচার পথ দেখায়, রবীর ভাষায় “ মরন রে তুঁহু মম শ্যামসমান”যাকে নিয়ে আমরা জীবনের নানান গল্প সাজাই, যে আমাদের বাঁচতে শেখায়, হাঁসতে শেখায়, জন্ম দেয় সৃজনশীলতার, সেই সাহিত্য আজ বোবা পাথিকের ন্যায় নিশ্চুপ হয়ে নিভৃতে বাস্তবের কান্নায় ভিজছে।ভিজিয়ে দিচ্ছে নিজেকে।নতুন সূর্য না উঠলে এর থেকে মুক্তি হবে না।তাই মানুষ এখন নতুন সূর্যের অপেক্ষায় বসে আছে।তবে একদিন এই বৃষ্টিঘন রাত্রি শেষে সূর্য উঠবে।তখন না হয় নতুন করে রচনা হবে, দেখতে পাবো সৃষ্টির আকর্ষন।তাই এই কথাই বলা যায়-

আমরা করব জয়
আমরা করব জয়
আমরা করব জয় নিশ্চয়…..

তথ্যসূত্র:

1. Srivastava,Roli., Nagaraj, Anuradha (2020)- I will naver come back. https://scroll.in/article/963251/i-will-never-come-back-many-indian-migrant-workers-refuse-to-return-to-cities-post-lockdown
2. Bhoumick,Nilanjan.(2020)-They treat like stray dogs migrant workers flee India cities https://api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/history/2020/05/they-treat-us-like-stray-dogs-migrant-workers-flee-india-cities
3. Agarwal,Kabir.(2020)-Humger Can Kill Us Before the Virus: Migrant Workers on the March During the Lockdown.https://thewire.in/labour/coronavirus-lockdown-migrant-workers-walking-home
4. Migrant Workers Dead Lockdown and Not Covid-19 Claims 20 Lives (2020) https://www.telegraphindia.com/india/coronavirus-with-17-migrant-workers-dead-lockdown-and-not-covid-19-claims-20-lives/cid/1760595
5. Dutta,Anisha.(2020)- Migrant Workers Killed In Road Accidents During Lockdown. https://m.hindustantimes.com/india-news/198-migrant-workers-killed-in-road-accidents-during-lockdown-report/story-hTWzAWMYn0kyycKw1dyKqL.html
6. Agarwal, Kabir.(2020)-Not Just the Aurangabad Accident 383 People Have Died Due to the Punitive Lockdown.https://thewire.in/rights/migrant-workers-non-coronavirus-lockdown-deaths
7. Rajagopal,Krishnadas.2020)-Corona Virus Lockdown Deaths in Shramik Trains not Due to Lack of Food Water. https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-lockdown-deaths-in-shramik-trains-not-due-to-lack-of-food-water-says-government/article31759464.ece 750 Road Deaths in 2 Months of Lockdown (2020).
8. https://m.timesofindia.com/india/750-road-deaths-in-2-months-of-lockdown/amp_articleshow/76166142.cms
9. Elsa,Evangeline.(2020)-India’s Migrant Workers are Dying Due to Hunger Suicides and Accidents in Coronavirus Lockdown.
10. https://gulfnews.com/world/asia/india/migrantlivesmatter-indias-migrant-workers-are-dying-due-to-hunger-suicides-and-accidents-in-coronavirus-lockdown-1.1589896799187
11. Migrant from Chhattisgarh Gives Birth to Baby Girl Near NH44 in Telangana amid Covid-19(2020). https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2020/may/06/migrant-from-chhattisgarh-gives-birth-to-baby-girl-near-nh-44-in-telangana-amid-covid-19-lockdown-2139705.html
12. Over 60% of Sex Workers in Delhi Return to Their Home States(2020).https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/lockdown-over-60-of-sex-workers-in-delhi-return-to-their-home-states/article31606490.ece
13. Tripathi, Priyanka.,Das,Chhandita,(2020)-Social Distancing and Sex workers India. https://www.epw.in/journal/2020/31/commentary/social-distancing-and-sex-workers-india.html

14. Rana,Chahat.(2020)- Hit Heard by Lockdown Transgender Community Stands Isolated with no Financial Resources.
15. https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/hit-hard-by-lockdown-transgender-community-stands-isolated-with-no-financial-resources-6380823/
16. Jain,Shruti.(2020)-India’s Locust Attack Crop Damage Wrost. https://m.thewire.in/article/agriculture/india-locust-attack-crop-damage-worst
17. Locust Attack Pose Serious Threat to Food Security in India: UN Agency (2020).https://www.ndtv.com/india-news/locust-attacks-pose-serious-threat-to-food-security-in-india-east-africa-pakistan-world-meteorological-organisation-2266163
18. Bihar Flood Situation Worsens 53-67 Lakh People Across 14 Districts Affected (2020). https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/bihar-flood-situation-worsens-53-67-lakh-people-across-14-districts-affected/articleshow/77318152.cms
19. Bhalerao,Sanjana.,Janwalkar,Mayura.,Rao,Srinath.,(2020)- Four Killed as Nisarga Hits Maharashtra Coast, Blows Over .https://indianexpress.com/article/india/nisarga-strikes-maharashtra-coast-6441619/
20. Over 56Lakh People Affected By Assam Floods.(2020).
21. https://m.timesofindia.com/india/over-56-lakh-people-affected-by-assam-floods/articleshow/77314501.cms
22. Landslide Kill 20 India Assam State (2020).
23. https://www.aljazeera.com/news/2020/06/landslides-kill-20-india-assam-state-200602161322258.html
24. Three Persons Die in Gujarat Gas Leak (2020).
25. https://m.hindustantimes.com/india/three-persons-die-in-gujarat-gas-leak/story-i2MGJw7JhIbXIQ8G6N0xKK.html
26. Kachhwaha,Dinesh.(2020).-Ahmedabad Dholi Leak Gas Leaks in Plant Four People Dead. https://www.theindianpaper.com/ahmedabad-dholi-gas-leak-gas-leaks-in-plant-four-people-dead/
27. Bhattacharjee,Sumit.(2020)Visakhapatnam Gas Leak How Negligence and Violations Led to a Deadly Disaster.
28. https://www.thehindu.com/news/cities/Visakhapatnam/visakhapatnam-gas-leak-how-negligence-and-violations-led-to-a-deadly-disaster/article31761949.ece
29. Guha,Nabarun.(2020)-Fire at Oil Well After Gas Leak Threatens Life Livelihood and Biodiversity in Assam.https://india.mongabay.com/2020/06/fire-at-oil-well-after-gas-leak-threatens-life-livelihood-and-biodiversity-in-assam/
30. Mumbai Rains Highlights: Several Area Face Flood Like Situation after Incessant Rainfall (2020). https://www.hindustantimes.com/live-update/mumbai-rains-latest-updates/story-kEEHBvsHpvkZH7oFmAvDxL.html